আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

গবেষণা ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি

প্রফেসর ড. গৌর গোবিন্দ গোস্বামী
উপ-উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

২৩ এপ্রিল, ২০২৫

আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞান ও দক্ষতায় তরুণ-তরুণীদের গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী, নেতৃত্বগুণে গুণান্বিত ও সমাজের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কারিকুলামে আউটকাম বেজড এডুকেশন পদ্ধতি অনুসরণ করছি, যা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্লাব, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিল্পকারখানা পরিদর্শন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বদরবারে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারছেন।

প্রফেসর ড. গৌর গোবিন্দ গোস্বামী
উপ-উপাচার্য
উত্তরা ইউনিভার্সিটি

প্রফেসর ড. এম. আজিজুর রহমান ও প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা-এর নেতৃত্বে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এ ইউনিভার্সিটিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে র‍্যাংকিং বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। পাশাপাশি Excellence in Higher Education and Research এ মিশন সামনে রেখে গবেষণায় বেশি জোর দিচ্ছি।

এ ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল এবং যুগোপযোগী। বিভিন্ন অনুষদে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাঁচ অনুষদের অধীনে রয়েছে ১৪ বিভাগ। যেখানে ৪০টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। পাঠদান, মূল্যায়ন ও গবেষণার প্রতিটি ধাপে আমরা গুণগত মান নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। এ ইউনিভার্সিটিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক বিশ্বমানের নিজস্ব ভবন রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক সময়ের মধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে আমরা আমাদের কার্যক্রম পুরোপুরি স্থানান্তর করেছি। মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালন করেই আমাদের এ ইউনিভার্সিটির শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। উত্তরা ইউনিভার্সিটি শিক্ষার মান বজায় রেখে সাশ্রয়ী শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বৃত্তি ও স্কলারশিপ সুবিধা পান। আমরা চাই সব শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীই যেন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান। নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হন, সে দিকটা মাথায় রেখে সেমিস্টারপ্রতি ১০ থেকে ১০০% পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকার উত্তরার প্রাণকেন্দ্রে এ ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস অবস্থিত। মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও বাসে ঢাকার যে কোনো প্রান্ত থেকে এ ক্যাম্পাসে খুব সহজে যাতায়াত করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতব্যবস্থায় যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তাই সম্পূর্ণ ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। এ ক্যাম্পাসে রয়েছে অত্যাধুনিক শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম এবং বিনোদন ও খেলাধুলার সুব্যবস্থা। সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ডিবেট ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, এনভায়রনমেন্টাল ক্লাব, আইটি ক্লাব প্রভৃতি। উত্তরা ইউনিভার্সিটি আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা, আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশ এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ। একজন শিক্ষার্থী যখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন, তখন আমরা তাকে কেবল একটি ডিগ্রিই দিই না। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করি। একজন অভিভাবক হিসেবে প্রত্যেকের উচিত সন্তানের রেজাল্টের দিকে খেয়াল রাখা ও তাদের মানসম্পন্ন, স্বনামধন্য ও নিরাপদ সুন্দর একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখার সুযোগ করে দেওয়া।